কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 07 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১৮... কলাম... ২ ......

ছাত্রলীগের ছায়ায় বখাটেরা 'রাজা'

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) ক্যাম্পাসে এখন বখাটেরাই 'রাজা'। আর বখাটেদের বটবৃক্ষের মতো ছায়া দিয়ে যাচ্ছে সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ। আশপাশের বহিরাগত বখাটেরা আড্ডার কেন্দ্রস্থল বানিয়ে ফেলেছে ইবি ক্যাম্পাসকে। ক্যাম্পাসের প্রবেশপথ ও ভাঙা প্রাচীর টপকেই বখাটেরা ভেতরে ঢুকছে। এই অপরিচিত বহিরাগতদের কারণে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে শিক্ষার্থীরা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের প্রবেশ ঠেকাতে জোরালো কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ঘটনা-১ : গত ৩১ আগস্ট সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের শেখপাড়া বাজার থেকে হেঁটে হলে ফিরছিলেন এক ছাত্রী। ক্যাম্পাসে প্রবেশের পর ডায়না চত্বর থেকে চার-পাঁচজন বহিরাগত যুবক তাঁর পিছু নেয়। এ সময় তারা ছাত্রীকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন কটূক্তি করে। শুধু তাই নয়, ওই ছাত্রীকে তারা তাদের মোটরসাইকেলে ওঠারও প্রস্তাব দেয়। একপর্যায়ে ছাত্রী তাদের হাত থেকে বাঁচতে বান্ধবীদের সাহায্য নিয়ে ভ্যানে করে হলে পৌঁছেন।

এ ব্যাপারে ওই ছাত্রী বলেন, 'ক্যাম্পাসে চলার পথে প্রতিনিয়ত আমাদের সমস্যায় পড়তে হয়। কেউ যদি কোনো মেয়েকে কোনো টিজ করে,তার প্রতিবাদও তারা করতে পারেন না। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে আমাদের পক্ষ থেকে জানানো হলেও এ বিষয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. ম. লোকমান বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তার বিষয়ে কোনো লিখিত অভিযোগ করা হয়নি। লিখিত অভিযোগ ছাড়া কারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব না।'

ঘটনা-২ : গত ৩০ মার্চ রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজিলাতুন্নেসা ছাত্রী হলে এক নারী ছাত্রলীগ কর্মীকে ওঠানো নিয়ে হলের ছাত্রলীগ নেত্রীদের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কথাকাটাকাটি হয়। ঘটনার পর রাতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সহসভাপতি ইমদাদুল হক সোহাগ কয়েকজন বহিরাগতকে নিয়ে ছাত্রী হলে প্রবেশ করে সাধারণ ছাত্রীদের দেখে নেওয়ার হুমকি দেন। এর কয়েক দিন পর ছাত্রীরা ক্যাম্পাসে ছাত্র ও বহিরাগতদের হাত থেকে নিরাপত্তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে পাঁচ দফা দাবিতে স্মারকলিপি পেশ করেন।

সরেজমিনে দেখা গেছে, ক্লাস চলাকালে প্রশাসনিক ভবনে শিক্ষার্থীদের তুলনায় বহিরাগতদের সংখ্যাই বেশি থাকে। এ সময় অনেকেই অবৈধভাবে মাদ্রাসার ফাইলের কাজ করিয়ে প্রতিদিন মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া তাদের কারণে শিক্ষার্থীরা একাডেমিক কাজ সময়মতো করতে পারছে না। বিকেলে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় বহিরাগতদের। এ সময় তারা মোটরসাইকেল ও ভ্যান গাড়ি নিয়ে ক্যাম্পাসে ঢোকে। নিয়ন্ত্রণহীনভাবে মোটরসাইকেল চালানোর কারণে আতঙ্কে থাকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

ছাত্রী হলের সামনের দোকানগুলো, জিয়া হল মোড়ের চায়ের দোকান ও জিমনেশিয়ামের পাশেই বহিরাগতদের আড্ডা বেশি দেখা যায়। এসব কারণে ছাত্রীরা অনেক সময় ভয়ে হল থেকে বের হতে চায় না।

এ ছাড়া বহু মাদকসেবী মাদক সেবনের [illegible]াপদ জোন হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসকেই [illegible] নিয়েছে। প্রতিদিন বিকেলে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভা[illegible] মুক্তবাংলা, স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনার, টিএসসির দ্বিত[illegible] তলা, মফিজ লেক, চিকিৎসাকেন্দ্রসহ ক্যাম্পাসের বি[illegible] স্থানে তারা নিয়মিত মাদক সেবন করে। ক্যাম্পাসে সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠনের ছত্রচ্ছায়ায় বহিরাগতরা এসব অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

কিন্তু অভিযোগ অস্বীকার করে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক অমিত কুমার দাস বলেন, 'ছাত্রলীগ সব সময়ই বহিরাগতদের বিরুদ্ধে।'

জানা গেছে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের জন্য পাঁচ সদস্যের একটি প্রক্টরিয়াল বডি রয়েছে। কিন্তু দুপুর ২টার পর সহকারী প্রক্টর আলতাফ হোসেন ছাড়া কেউ ক্যাম্পাসে থাকেন না। এতে করে ১৭৫ একর আয়তনের বড় ক্যাম্পাসটি একজনের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. ম লোকমান হাকিম বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় একটি বড় জায়গা। এটা পুরোপুরি বহিরাগতমুক্ত রাখা সম্ভব নয়। তবে যদি কেউ শিক্ষার্থীদের ডিস্টার্ব করে, অথবা ক্যাম্পাসের স্বাভাবিক পরিস্থিতি ব্যাহত করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল হাকিম সরকার বলেন, 'ঘটনাগুলো শুনেছি, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়গুলো চিন্তা করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সর্বশেষ

ঝন্টু ধরা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করায় এক বহিরাগতকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে প্রশাসন। রবিবার দুপুর ১২টার দিকে ঝন্টু নামের ওই যুবক উপাচার্য অফিসে গেলে তাকে আটক করে পুলিশে দেওয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গত ২৫ আগস্ট বহিরাগতদের প্রবেশ ঠেকাতে জিরো টলারেন্স জারি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে গতকাল ঝন্টু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনে প্রবেশ করে। পরে সে উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার অফিসের সামনে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। এ সময় অফিসের কর্মকর্তারা বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. ম লোকমান হাকিমকে জানালে তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাকে আটক করে ইবি থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। ঝন্টু ক্যাম্পাসের ভেতরে এবং বাইরে বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে।

ইবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চৌধুরী শফিকুল ইসলাম বলেন, 'ঝন্টুর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।'